এক নজরে

# বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

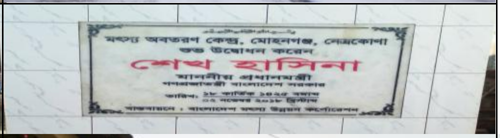

## বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা

www.bfdc.gov.bd

বাঃ মঃ উঃ কঃ

**“মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ”**

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

# বাণী

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রমের একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রাণিজ আমিষ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যা সুস্থ সবল জাতি গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ১৪টি ইউনিট দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে মৎস্য আহরণ, আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ এখাতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কর্পোরেশন কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ গ্রহণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন ২০১৭-১৮ আর্থিক সালে ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমান ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে ১৮১ মে: টন ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ বিক্রি করেছে।

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ইউনিটের ডকইয়ার্ডে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত, নির্মাণ কাজসহ টি-হেড জেটির মাধ্যমে বার্থিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীরা সহজে সেবা গ্রহণ করছে। সম্প্রতি ৪২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্য ট্রলার নির্মাণের স্লিপওয়েগুলো এ ইউনিটের ডকইয়ার্ডের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে বলে আমি মনে করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্পোরেশনকে উপহার হিসেবে দেয়া সমুদ্রগামী ১০টি ট্রলারের সাহায্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এ ইউনিট সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করছে।

২০১৭-১৮ আর্থিক সালে মৎস্য খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৫৭ ভাগ এবং রপ্তানী আয় ৪৩০৯.৯৪ কোটি টাকা। এতে কর্পোরেশনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় কর্পোরেশনের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বলে আমি মনে করি।

সংকলন প্রস্তুত, প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি)

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন: ৮৮-০২-৯৫৪৫৭০০, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫১২২২০
ই-মেইল: secretary@mofl.gov.bd

## বাণী

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সনে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে দেয়া ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ শুরু করে এবং আহরিত সামুদ্রিক মাছ ঢাকাসহ সারাদেশে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে এ মাছকে দেশের জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানাবিধ উদ্যোগ ও প্রণোদনার ফলে আজ দেশ আজ সত্যিই মাছ-মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব, দূরদর্শী পরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনার ফলে সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

দেশের সমুদ্র ও মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, আহরণোত্তর অপচয় রোধ, পরিচর্যা, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আমিষের চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তদুপরি মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নানাবিদ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য শিল্পখাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ও উদ্যোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য সেক্টর দেশের একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক সেক্টর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি, বিকল্প মৎস্য ও মৎস্যজাত খাদ্য উদ্ভাবন ও জনপ্রিয়করণ এবং দেশীয় ও বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনকে সময়মত সঠিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

এ সংকলন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
সচিব

বা: ম: উ: ক:
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
২৩-২৪, কাওরান বাজার
বিএফডিসি ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

# বাণী

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন "মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে দেয়া ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ শুরু করে। কর্পোরেশন এ আহরিত সামুদ্রিক মাছ দেশীয় বাজারে বিপণনসহ বিদেশে রপ্তানী করতে সহায়তা করে।

দেশের সমুদ্র ও মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, আহরণোত্তর অপচয় রোধ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আমিষের চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তদুপরি মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ১৪টি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের সাথে আরও ৮টি ইউনিট সহসাই কাজ শুরু করবে। FAO এর সহযোগিতায় কর্পোরেশন কর্তৃক ১৯৬৬-৭২ সনে আবিষ্কৃত ৪টি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র থেকে অদ্যাবধি দেশের মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কর্পোরেশন কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্টির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে আসছে। কর্পোরেশন ২০১৭-১৮ আর্থিক সালে কাপ্তাই লেকে ১৩,২০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করে। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য নির্মিত হ্যাচারী চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি মতিঝিলস্থ ভাড়া বিল্ডিং হতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় নিজস্ব ভবন ২৩-২৪, কাওরান বাজারে স্থানান্তর করা হয়। এতে কর্পোরেশনের ভিত্তি সুদৃঢ় ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ইউনিটে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত, নির্মাণ কাজসহ টি-হেড জেটির মাধ্যমে বার্থিং সেবা প্রদানের জন্য সম্প্রতি ৪২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় কর্পোরেশন দেশের উপকূল ও হাওর অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে অবতরণ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত ১২৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দুইটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত ০২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে হাওর অঞ্চলে নবনির্মিত মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি শুভ উদ্বোধন করেন। তাঁরই নির্দেশনায় দেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন আরও সাতটি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষনের জন্য ইটিপিসহ একটি আধুনিক শুটকি মহাল স্থাপন করা হচ্ছে।

কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৫,৪৩৫ মে: টন মৎস্য অবতরণ, ৬৫,২০০ মে: টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও ১৩,০৬৫ মে: টন বরফ উৎপাদন করা হয়। একইসাথে এ বছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ডকইয়ার্ডে ৩৬টি সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণ/মেরামত করা হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ গ্রহণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন ভবনের নীচ তলার মৎস্য বিতান ও ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমান ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ বিক্রি করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সাথে একাত্ম হয়ে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অর্জিত সাফল্য ও সার্বিক কর্মকাণ্ডের সংকলন প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দিলদার আহমদ

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ০১. | ভূমিকা, রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ১ |
| ০২. | প্রধান কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো | ২ |
| ০৩. | ইউনিটসমূহ | ৩ |
| ০৪. | বিগত ১০ (দশ) অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য | ৪ - ১১ |
| ০৫. | সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প | ১১ - ১৭ |
| ০৬. | চলমান উন্নয়ন প্রকল্প | ১৮ - ১৯ |
| ০৭. | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, SDG অর্জনের অগ্রগতি, মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ | ১৯ |
| ০৮. | ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম, আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম | ২০ |
| ০৯. | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ, অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, স্বর্ণপদক প্রাপ্তি | ২১ |
| ১০. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ২২ - ২৩ |
| ১১. | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জ সমূহ, উপসংহার | ২৪ |

**ভূমিকা:** ১৯৬৪ সনে পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ৪ মোতাবেক ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৯৭৩ সনে ২২ নং এ্যাক্ট দ্বারা “বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন” নামকরণ করা হয়। এ কর্পোরেশন রাষ্ট্র মালিকানাধীন সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি ইউনিট দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ শুরু করে এবং সামুদ্রিক মৎস্যকে দেশের জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলে। কর্পোরেশন FAO এর সহযোগিতায় ১৯৬৬-৭২ সনে বঙ্গোপসাগরে সাউথ প্যাসেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইস্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এবং সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামক ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। উক্ত মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রসমূহ হতে মাছ আহরণ করা হচ্ছে। অত্র কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় জনসাধারণ/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে রাজধানীর কাওরান বাজারে ২৩-২৪ নং প্লটে বিএফডিসি’র প্রধান কার্যালয়ের ১৫ তলা ভিতসহ ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকারি ঋণ সহায়তায় কর্পোরেশনের অধীন ১২৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৭টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

**রূপকল্প (Vision):** জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

**অভিলক্ষ্য (Mission)**: সামুদ্রিক, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছানো।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সনের আইন অনুসারে):**

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

**প্রধান কার্যাবলীঃ**

- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই লেক, হাওর, উপকূল ও সমুদ্র হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানীর জন্য সহায়তা প্রদান ;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- উপর্যুক্ত সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

**সাংগঠনিক কাঠামোঃ**

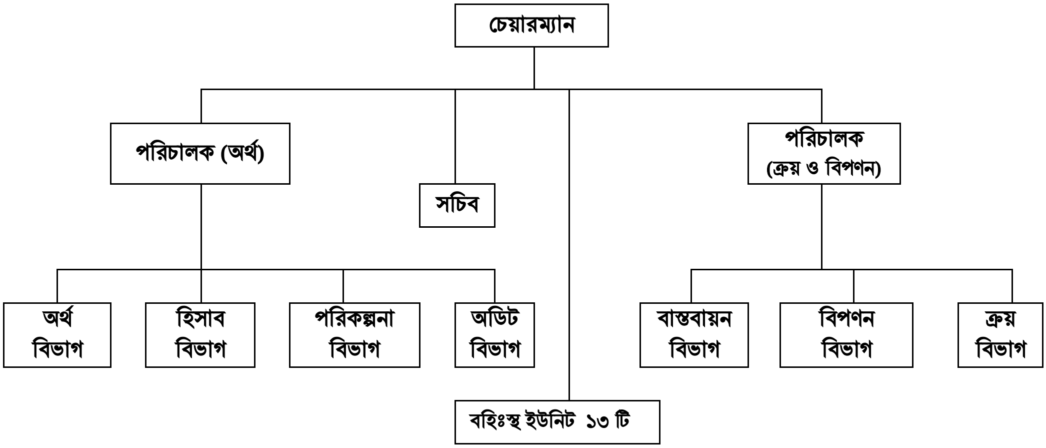


উল্লেখ্য, কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩১ জন জনবলের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ২৮৩ জন জনবল কর্মরত আছে এবং ৪৪৮ জন জনবলের পদ শূণ্য আছে। শূণ্য পদের বিপরীতে ৬০ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ডকইয়ার্ডে মৎস্য ট্রলার নির্মাণ/মেরামত ও কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের জন্য দৈনিক ভিত্তিক কিছু শ্রমিক/জনবল নিয়োজিত আছে।

## ইউনিটসমূহঃ

### প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন ইউনিটসমূহ।

| ক্রঃ | ইউনিটের নাম | সেবাসমূহ |
|---|---|---|
| ১) | চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর, বামউক, চট্টগ্রাম। | সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত/নির্মাণ, বার্থিং, মৎস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাদিসহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত কর্পোরেশনের ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া এ ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। |
| ২) | কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন ইউনিট, রাঙ্গামাটি। | কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বরফ উৎপাদনের মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, জনসাধারণ/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। |
| ৩) | মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, কক্সবাজার। | সমুদ্র হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও বরফ উৎপাদন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পাথরঘাটা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশীয় কাঠের মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/নির্মাণ সেবা প্রদান করা হয়। |
| ৪) | মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, পাথরঘাটা, বরগুনা। | |
| ৫) | মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, খুলনা। | |
| ৬) | মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, বামউক, কক্সবাজার। | |
| ৭) | মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা। | হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা। |
| ৮) | মহানগর জলাশয় ইউনিট, ঢাকা। | রাজউক থেকে উত্তরা, গুলশান ও বনানী লেক এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ডিএনডি লেক অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক লীজ গ্রহণের মাধ্যমে যৌথ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য চাষ। |
| ৯) | মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, পাগলা, নারায়নগঞ্জ। | এ ইউনিটে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বরফ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া কভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্পটে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। |
| ১০) | ঢাকা মহানগর আধুনিক মৎস্য বিপণন ইউনিট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। | গত ২৮/১২/২০১৭ ইং তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক এ ইউনিট উদ্বোধন করা হয়। |
| ১১) | মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, মংলা, বাগেরহাট। | এ ইউনিটে বিদ্যমান ৩টি পুকুরে লাভজনকভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার মেরামত ও নির্মাণের জন্য দ্বিচ্যানেল বিশিষ্ট ডকইয়ার্ড স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। |
| ১২) | মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, বরিশাল। | এ কেন্দ্রের আয়ের উৎস হিসেবে মৎস্য ও মৎস্যজাত ব্যবসা পরিচালনার জন্য আড়ৎঘর ও অকশনশেড ব্যবহার করা হচ্ছে। |
| ১৩) | মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ইউনিট, মনোহরখালী, চট্টগ্রাম। | এ কেন্দ্রের আয়ের উৎস হিসেবে আড়ৎঘর ও অকশনশেড মৎস্য ও মৎস্যজাত ব্যবসার জন্য পরিচালনা করা হচ্ছে। |

## ৮। বিগত ১০ (দশ) অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

### ১) খাতওয়ারী অর্জন (নিজস্ব কর্মকান্ড):

| ক্রঃ | বিষয় | ২০০৮-৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন (টন) (নিজস্ব কেন্দ্রের তথ্যের ভিত্তিতে) | ৫৫৭৮ | ৭১৯০ | ৯০৯০ | ৮৪৯৪ | ৮৮৫১ | ৫৯৯৪ | ৮৬৭৭ | ৯৮৫৮ | ৯৯৭৫ | ১০১৫২ |
| খ | কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ (টন) | ২২ | ২২ | ২০ | ২৩ | ২২ | ২২ | ২০ | ২০ | ২৫ | ২৭ |
| গ | মৎস্য অবতরণ (টন) | ২৫৭৮৪ | ১৮৫৫৮ | ৩১৩৬০ | ২৬০১৭ | ২৯১০৬ | ২৫২৪৯ | ২৭১১৫ | ২৭১৪৫ | ১৯৪৫০ | ২৫৪৩৫ |
| ঘ | মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ (টন) | ১০০১৩ | ২৩৬৬৯ | ১৫১৩৬৯ | ৯৯৫৯০ | ১২৫১৪৯ | ১২৬৪৯৫ | ১১২২৬৫ | ৪৮৮৬২ | ৩৯৭৫০ | ৬৫২০০ |
| ঙ | বরফ উৎপাদন (টন) | ৯৭২৪ | ৭৪৭৭ | ৪৯৭৭ | ৬৭৬০ | ৯৫৪৫ | ৭৪২৯ | ১০৭৮৫ | ৬৮২০ | ১০৪০৬ | ১৩০৬৫ |
| চ | ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় (টন) | ১০৪ | ১০১ | ১৭০ | ১৫১ | ১১২ | ১০৫ | ১৫০ | ১৬০ | ১৬৫ | ১৮১ |
| ছ | আয় (লক্ষ টাকা) | ১৯৯০ | ২১০৭ | ২৩৮০ | ২৪৪৮ | ২৭৮৩ | ২৫২১ | ২৭৮৮ | ৩০১১ | ৩১৯৮ | ৩২৫০ |
| জ | বাজেট (লক্ষ টাকা) | ২৫৯৬ | ২৮৮৮ | ৩২৩৮ | ৩৪১০ | ৩৭৯৭ | ৪২৪৬ | ৪২০৯ | ৪৪০০ | ৪৪৬৪ | ৪৫৪৬ |

### ২) খাতওয়ারী বর্ণনা (নিজস্ব কর্মকাণ্ড):

**ক) কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদনঃ** বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে স্বাদুপানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মাছের প্রায় ৭০ ভাগ কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে এবং প্রায় ৩০ ভাগ লেক এলাকার স্থানীয় বাজারে অবতরণ হয়ে থাকে। কাপ্তাই লেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদিত মাছের মধ্যে কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ১০,১৫২ টন এবং স্থানীয় বাজারসমূহে প্রায় ৩০৪৮ টন মাছ অবতরণ করা হয়। জনস্বার্থে স্থানীয় বাজারে অবতরণকৃত মাছের উপর কোন রাজস্ব আদায় করা হয় না। অবতরণকৃত মাছের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কাপ্তাই লেকে প্রায় ১৩,২০০ টন মাছ উৎপাদন হয়।

কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণের চিত্র

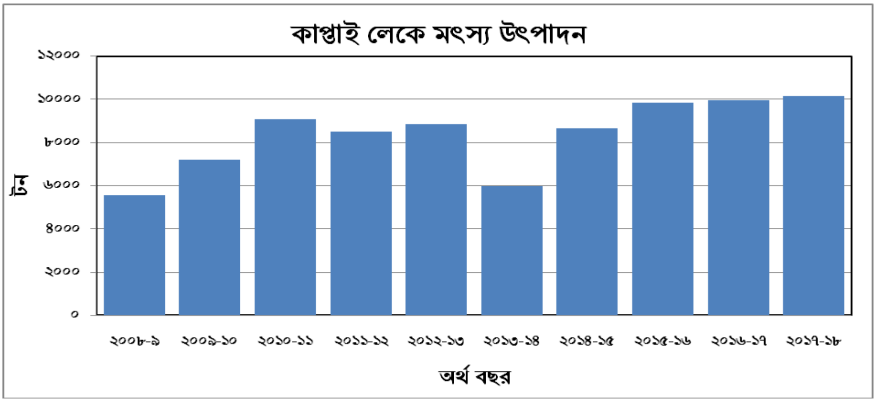


**খ) কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণঃ** কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বৎসর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। এছাড়া কাপ্তাই লেকে অধিক হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব হ্যাচারির মাধ্যমে মাছের পোনা উৎপাদন করত: তা কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী ও বিএফডিসি’র চেয়ারম্যন কাপ্তাই লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন।

রাঙ্গামাটি নিজস্ব হ্যাচারীতে রেণু পোনা উৎপাদন

**গ) মৎস্য অবতরণঃ** দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় কক্সবাজার, খুলনা ও বরগুনা জেলার ৩টি এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৪টি অবতরণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। উক্ত সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৫,৪৩৫ টন মৎস্য অবতরণ করা হয়েছে।

কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ শেডে সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ

রাঙ্গামাটি অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত কাপ্তাই লেকের বোয়াল

সমুদ্র হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে অবতরণের সুবিধার্থে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু কর্তৃক পন্টুন-গ্যাংওয়ে ও সংযোগ সড়ক উদ্বোধন করা হয়।

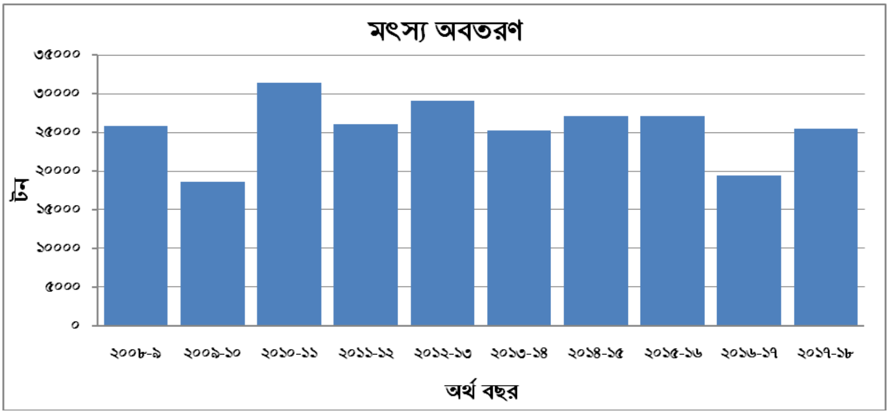

**ঘ) মৎস্য প্রক্রিয়াকরণঃ** বিএফডিসি’র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। এ খাতে বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কর্পোরেশনের উল্লিখিত ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৫,২০০ টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ হয়।

**কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ**

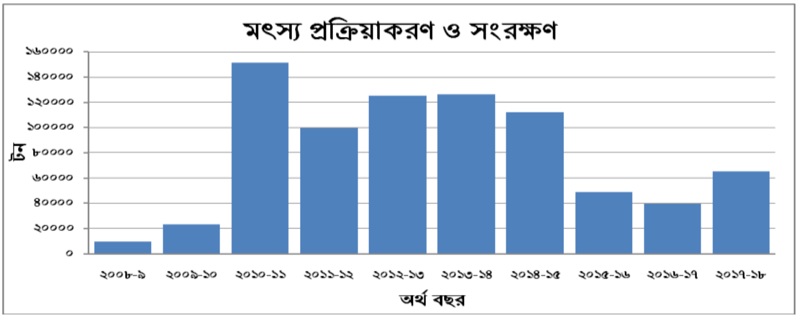

**চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ফিস প্রসেসিং কারখানায় মাছ প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে**

**ঙ) বরফ উৎপাদনঃ** বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ সংরক্ষণের নিমিত্তে বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশনের বরফকলসমূহে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩০৬৫ টন বরফ উৎপাদন করা হয়।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

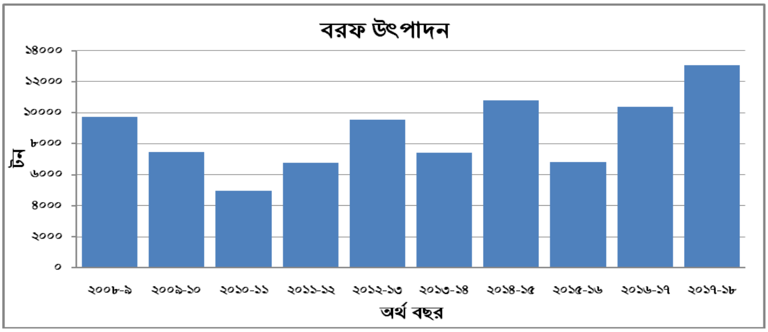


**চ) ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয়ঃ** ঢাকা শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের মাছেরসহজ প্রাপ্যতার নিমিত্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬০ মে: টন ফরমালিনমুক্ত মাছ ভ্রাম্যমান বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের পারিবারিক কাজের সুবিধার্থে কুটা মাছ (Dressed Fish) বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ৩টি ফ্রিজারভ্যান অচিরেই ক্রয় করা হচ্ছে।

ঢাকা মহাননগরীতে ১০০% ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রম

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী ও বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব দিলদার আহমদ কর্পোরেশনের ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

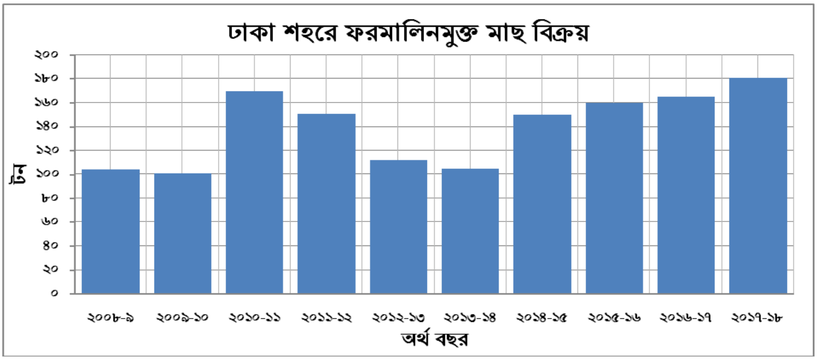


**ছ) রাজস্ব আয়ঃ** বিএফডিসি'র আয়ের উৎস উল্লেখযোগ্য হারে সীমিত। তথাপি সীমিত আয়ের উৎস থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১৯৯০.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়। যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩২৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ অর্থ বছরে কর্পোরেশন নিজস্ব আয় দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে ১২৬.০৬ লক্ষ টাকা অপারেশনাল লাভ করেছে। বিএডিসি, বিসিআইসি প্রভৃতি কর্পোরেশনের ন্যায় এ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি খাতে সরকারি কিছু আর্থিক সহায়তা/থোক বরাদ্দ প্রদান করা হলে মৎস্য খাতে কর্পোরেশনের সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

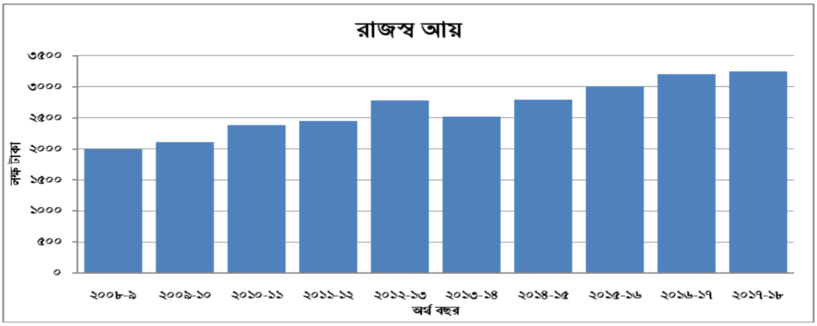


**(জ) বাজেট বরাদ্দ:** কর্পোরেশনের ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২৫৯৫ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৫৪৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

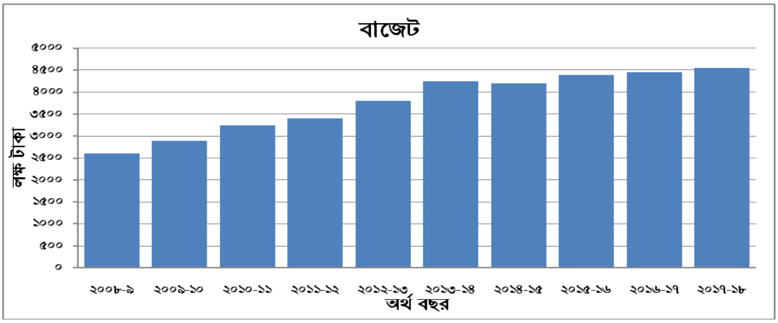

**(ঝ) সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার মেরামত ও নির্মাণঃ** কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার মেরামত ও নির্মাণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ডকইয়ার্ডে ৩৬টি সামুদ্রিক ট্রলার নির্মাণ/মেরামত করা হয়। এতে কর্পোরেশনের ১৫৩.২৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়।

কর্পোরেশনের ডকইয়ার্ডে মৎস্য ট্রলার মেরামত কার্যক্রম

**(ঞ) নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ** কর্পোরেশনের সদর দপ্তর নির্মাণের জন্য ১৯৭৫ সনে রাজউক হতে ক্রয়কৃত কাওরান বাজারস্থ ২৩-২৪ নং প্লটের ১০ কাঠা জমিতে নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা ভবনের ভিত্তিসহ ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির সুবিধার্থে ইতোমধ্যে ভবনের ১ম তলার অংশ বিশেষ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। এতে কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

২৩-২৪, কাওরান বাজারে নবনির্মিত বিএফডিসি'র প্রধান কার্যালয়।

**(ট) ট্রলার বহর:** ১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে দেয়া ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে মূলত: কর্পোরেশন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ত্বরান্বিত করে। কর্পোরেশনের ট্রলার বহরে বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে। বর্তমানে ট্রলার সমূহ দ্বারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।

এফ.ভি. রূপচান্দা মৎস্য ট্রলার

**(ঠ) সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ**

**১। ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা:**

**(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** মেগাসিটি ঢাকাতে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র না থাকায় খোলা আকাশের নীচে কাঁদামাটিতে যত্রতত্র অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাছ অবতরণ ও বিপণন করা হয়। মাছ অতি পঁচনশীল দ্রব্য, দ্রুত পঁচে এর গুণগতমান নষ্ট হয়ে রাজধানীর পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। উপরোক্ত সমস্যা নিরসনকল্পে পরিবেশসম্মত উপায়ে মাছের গুণগতমান বজায় রেখে ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের বিপণন সুবিধাদি নিশ্চিতকরণার্থে বিএফডিসি কর্তৃক যাত্রাবাড়ীতে ''ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প'' বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরের যাত্রাবাড়ীস্থ মৎস্য বাজারের প্রাণকেন্দ্রে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) অধিগ্রহণকৃত জমি সওজের সম্মতিক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল-১৯৯৭ অনুসরণে জেলা প্রশাসন, ঢাকা ২৫/৬/২০০৯ তারিখে নগদ মূল্য গ্রহণপূর্বক বিএফডিসিকে হস্তান্তর করে। উক্ত জমির উপর ৬তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করে মৎস্য আড়ৎদারদের প্রদান করার জন্য আড়ৎ ও আড়ৎঘর নির্মাণ করা হয়। অবতরণকৃত মাছ ফরমালিনমুক্ত কিনা তা নিশ্চিতকরণের জন্য ১টি Quality Control Lab নির্মাণ করা হয়।

**(খ) উদ্দেশ্যঃ**

* বর্তমান ঢাকা শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতির আধুনিকায়ন।
* ঢাকা শহরে স্বাস্থ্যকর ও মানসম্মত উপায়ে মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন সুবিধাদি প্রদান।
* ঢাকা মহানগরে ফরমালিনমুক্ত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

**(গ) আর্থিক সংশ্লিষ্টতাঃ** প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

| | | |
|---|---|---|
| মূল | ৮০৭.০০ | - |
| সংশোধিত | ৮৮৭.০০ | - |
| আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত | ৭৩৯.২০ | (প্রকল্প এলাকায় ১৮ শতক জমির বরাদ্দ মূল্য ফেরৎ দেওয়ায় প্রকল্প ব্যয় হ্রাস পায়) |
| অর্থায়নঃ জিওবি থেকে ঋণে গৃহীত অর্থ দ্বারা এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। | | |

**(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নঃ**

* প্রকল্প অনুমোদনের পর গত ২৮/৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে সীমানা চিহ্নিত করে প্রকল্প ভবন নির্মাণের সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়।
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি গত ১০/৬/২০১০ তারিখে এ প্রকল্প ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
* উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা-৫ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মোল্লা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব উপস্থিত ছিলেন।
* প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ২০০৯-২০১২।

**(ঙ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্রঃ**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রকল্প ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

**(চ) কার্যক্রমঃ**

* ঢাকা মহানগরীর যাত্রাবাড়ীস্থ বিদ্যমান মৎস্য বাজারটির প্রাণকেন্দ্রে ১৫ শতক জমির উপর ৬তলা বিশিষ্ট ১টি ভবন নির্মাণ করা হয়।
* উক্ত ভবনে মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য মৎস্য আড়ৎ ও গদিঘর নির্মাণ করা হয়।
* ১টি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব নির্মাণ করা হয়। যা দ্বারা ফরমালিনমুক্ত মাছ ঢাকাবাসীকে সরবরাহ করতে সহায়ক হয়।

**(ছ) প্রকল্পের সুবিধাদিঃ**

| ক্রঃ নঃ | খাতের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১) | ৬তলা বিশিষ্ট প্রকল্প ভবন | ১টি |
| ২) | আড়ৎ | Basement, Ground Floor, 1st Floor |
| ৩) | আড়ৎ ঘর | 2nd Floor, 3rd Floor, 4th Floor, 5th Floor |
| ৪) | অফিস | ১টি |
| ৫) | কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব | ১টি |
| ৬) | কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব এর অ্যাপারেটাস ও কেমিক্যালস | গুচ্ছ |
| ৭) | আইস ক্রাসার | ৪টি |
| ৮) | কম্পিউটার | ২টি |
| ৯) | জেনারেটর | ১টি |
| ১০) | পিকআপ ভ্যান | ১টি |

উক্ত প্রকল্পের অধীন নির্মিত দেশের প্রথম স্পেশালাইজড মৎস্য মার্কেট গত ২৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ মার্কেটে মৎস্য ব্যবসায়ীগণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তাদের মৎস্য অবতরণ করতে পারবেন এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ ও বিএফডিসি'র চেয়ারম্যন জনাব দিলদার আহমদ যাত্রাবাড়ীস্থ ঢাকা মহানগর মৎস্য বিপণন সুবিধাদি কেন্দ্র উদ্বোধন করছেন।

**২। প্রকল্পের নামঃ কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প:**

**(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ, বি, সি) মোট ২৫৩০.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পে কম্পোনেন্ট-এ অংশ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কম্পোনেন্ট-বি অংশ মৎস্য অধিদপ্তর এবং কম্পোনেন্ট-সি অংশ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে হ্যাচারী, নার্সারী পুকুর, চেকপোস্ট নির্মাণ, অভয়াশ্রম, মোবাইল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন, মৎস্য গবেষণাগার নির্মাণ, মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এতে প্রত্যক্ষভাবে ৫৭ জন এবং পরোক্ষভাবে ৩,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ, উপজাতি ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

**(খ) উদ্দেশ্যঃ**

- হ্যাচারী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য পোনা উৎপাদন করা;
- অভয়াশ্রম ঘোষণার মাধ্যমে প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা করা;
- লেকে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- অবমুক্তকরণের জন্য পোনার সঠিক আকার, মোট পরিমাণ, প্রজাতিভিত্তিক পরিমাণ নির্ধারণ ও কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন হ্রাসের কারণ উৎঘাটনের নিমিত্ত গবেষণা করা;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাম্প্রদায়িক উন্নয়নের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ এবং মৎস্য উৎপাদন ও প্রজনন প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

**(গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দঃ** ২৫৩০.৪৫ লক্ষ টাকা।

কম্পোনেন্ট-এ
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মোট অর্থ বরাদ্দ : ১৭০৭.০০ লক্ষ টাকা

**(ঘ) প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-এ অংশের উদ্দেশ্য**

- মাছের পোনার উৎপাদন খরচ হ্রাস করা এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে জোরদারকরণের মাধ্যমে কাপ্তাই লেকের ভারসাম্যপূর্ণ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাৎসরিক ৬০ মে. টন পোনা অবমুক্তকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা;
- অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতি ও অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণ করা।

**(ঙ) আর্থিক সংশ্লিষ্টতাঃ**

- প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৬
- মোট অর্থ বরাদ্দ : ১৭০৭.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি থেকে ঋণে গৃহীত অর্থ দ্বারা এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

**(চ) কার্যক্রম**

**হ্যাচারী নির্মাণ- ১টি**

অবস্থানঃ লংগদু, রাঙ্গামাটি
আয়তনঃ ২ একর
উদ্দেশ্যঃ বছরে ৬০ কেজি রেনু উৎপাদন।

**মৎস্য হ্যাচারী, মারিস্যার চর, লংগদু, রাঙ্গামাটি**

**নার্সারী পুকুর নির্মাণ- ৬টি**

অবস্থানঃ লংগদু, রাঙ্গামাটি

আয়তনঃ ২৭ একর

উদ্দেশ্যঃ বছরে ৭০ টন পোনা উৎপাদন।

**নার্সারী কাম-আবাসিক ভবন**

**অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা- ৬টি**

| ক্রমিক নং | অভয়াশ্রমসমূহ |
|---|---|
| ১ | রাঙ্গামাটি ডিসি বাংলো এলাকা |
| ২ | লংগদু উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন এলাকা |
| ৩ | রাঙ্গামাটি বিএফডিসি অফিস সংলগ্ন এলাকা |
| ৪ | চেংগি রেঞ্জ- নানিয়ারচর ও উর্ধ্বমুখি এলাকা |
| ৫ | রিংখঙ রেঞ্জ- বিলাইছড়ি হতে চকড়াছড়ি ও উর্ধ্বমুখি এলাকা |
| ৬ | কাপ্তাই নৌ বাহিনী এলাকা |

**মৎস্য অভয়াশ্রম, বিএফডিসি অফিস সংলগ্ন এলাকা, রাঙ্গামাটি**

**মোবাইল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন- ৬টি**

| ক্রমিক | অবস্থান | মনিটরিং এলাকা |
|---|---|---|
| ১ | রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি ও তৎসংলগ্ন এলাকা |
| ২ | কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি | কাপ্তাই ও তৎসংলগ্ন এলাকা |
| ৩ | বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | বিলাইছড়ি ও এর উর্ধ্বমুখি এলাকা |
| ৪ | শুবলং, রাঙ্গামাটি | শুবলং ও এর উর্ধ্বমুখি এলাকা |
| ৫ | নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি | নানিয়ারচর ও এর উর্ধ্বমুখি এলাকা |
| ৬ | লংগদু, রাঙ্গামাটি | লংগদু ও কাট্টলি বিল |

**উদ্দেশ্যঃ লেকের মৎস্য সম্পদের নিরাপত্তা বিধান**

**মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, কাপ্তাই লেক**

**চেকপোষ্ট নির্মাণ** : ২টি

অবস্থান : ১. দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি

২. বড়ইছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি

উদ্দেশ্যঃ লেকের মৎস্য চোরাচালান রোধকরণ।

**চেকপোস্ট, বড়ইছড়ি, কাপ্তাই**

**(ছ) প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ্যঃ**

- কাপ্তাই লেকের বর্তমান উৎপাদন ৯০০০ মে. টন হতে ১৭৫০০ মে. টনে উন্নিতকরণ;
- কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বিএফডিসি’র বার্ষিক রাজস্ব ১০ কোটি টাকায় উন্নিতকরণ;
- ১০ হাজার জেলের জীবন মান কাঙ্খিত মানে উন্নয়ন;
- এক হাজার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃজন।

পার্বত্য অঞ্চলের জীবন-জীবিকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পুষ্টির চাহিদাপুরণ ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে কাপ্তাই হ্রদ ওতোপ্রতভাবে জড়িত। স্থানীয় সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিগত দিনে বিএফডিসির ভুমিকা ছিল অন্যতম ও সময়োপযোগী। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্পের অধীন নির্মিত হ্যাচারী, নার্সারী, চেকপোস্ট, অভয়াশ্রম ও মোবাইল মনিটরিং সেন্টার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**৩। মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রামঃ** প্রকল্পটি ৪২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে অবস্থিত। এ প্রকল্পের অধীন শুষ্ক মৌসুমসহ সারা বছর ছোট ও মাঝারী সাইজের জাহাজ, বার্জ, ট্রলার ইত্যাদি মেরামত ও ডকিং এর সুবিধার্থে দুই-চ্যানেল বিশিষ্ট স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়। যার দ্বারা মাসে কমপক্ষে ৪টি এবং বছরে কমপক্ষে ৪৮টি ট্রলার/জাহাজ ডকিং-আনডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে প্রত্যক্ষভাবে ৩৪ জন ও পরোক্ষভাবে ৫৫০ জন দক্ষ-অদক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গত ২৪/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও সচিব জনাব মো: রইছউল আলম মন্ডল এবং বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান এ সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত টি হেড জেটি

**(ঙ) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ**

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে **১২৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে** নিম্নোক্ত ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। যা যথাসময়ে সমাপ্ত হবে।

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৯ | ৫৯.৭০ |
| ২ | হাওড় অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প | ০১/০৪/২০১৪ হতে ৩১/০৩/২০১৯ | ৬৫.৫৮ |
| | | **মোট** | **১২৫.২৮** |

**১) দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ**

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত দেশি ও সামুদ্রিক মাছের Post Harvest Loss কমিয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প **দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন** এর আওতায় নিম্নোক্ত ৪টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

ক) মহিপুর, পটুয়াখালী
খ) আলিপুর, পটুয়াখালী
গ) পাড়েরহাট, পিরোজপুর
ঘ) রামগতি, লক্ষ্মীপুর

এ প্রকল্পের আওতায় ৪টি স্থানেই মাছ প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য বর্ণিত ৪ (চার) টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে পাড়েরহাট ও রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় ৪০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

**২) হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ** হাওর হতে আহরিত মাছ অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত ০৩টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

ক) ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

খ) মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

গ) ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ

এ প্রকল্পের অধীনে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি গত ০২/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মহোদয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

**বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিঃ** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৮৩.৬ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ১১/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

**SDG অর্জনের অগ্রগতিঃ** রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই লেক এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া জেলেদের মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণের নিমিত্তে ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে এবং দেশের হাওর অঞ্চলে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এতে জেলেরা তাদের মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে।

**মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ** মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ-প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের চীনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

**ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রমঃ** কর্মকর্তা/কমচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিষ্ঠান হতে  ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ  কমসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

**আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রমঃ**বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট (www.bfdc.gov.bd) খোলা, হালনাগাদকরণ অফিসিয়াল কার্যক্রমগুলো আইসিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও সকল টেন্ডার নোটিশ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি, চাকুরীর আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাব শাখার কার্যক্রম ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে হিসাব সংক্রান্ত Software installation এর মাধ্যমে আয়-ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কর্পোরেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সিপিটিইউ এর লাইভ সার্ভারের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সংযুক্ত আছে। কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল কেন্দ্রের ই-মেইল ঠিকানাও খোলা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত চিঠি লেনদেন কার্যক্রম চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্যাদি আদান/প্রদানের মাধ্যমে সেবা দেয়া  হয়।

অভ্যন্তরীণ ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করছেন বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব দিলদার আহমদ

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৫/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

**অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থাঃ** কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) চালু আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

**স্বর্ণপদক প্রাপ্তিঃ** ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের পর হতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করায় এটি লাভজনক ও উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। মৎস্য সেক্টরে সরকারের বিভিন্ন যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বিএফডিসি’র মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে মাছ অবতরণ হচ্ছে, চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ওয়ার্কশপ ও ডকইয়ার্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং একই সাথে ঢাকা শহরে সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমান মাছ বিক্রি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবহিকতায় দেশের মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে অসামান্য অবদান রাখায় স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন **‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ- ২০১৩’** সালে স্বর্ণ পদক লাভ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মহোদয় কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনকে স্বর্ণ পদক প্রদান।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২ মে ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th>ক্র:</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা</th><th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>১</td><td>এ মন্ত্রণালয় মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস বিদেশে রফতানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। আমাদের দেশে হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করার সুযোগ রয়েছে।</td><td>বর্তমানে কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজারস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট ২টিতে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ দুটি ইউনিটের মাধ্যমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক গড়ে ৬৫,২০০ মেট্রিক টন মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এ সকল পণ্য মৎস্য অধিদপ্তরের FIQC কর্তৃক গুণগতমান যাচাইপূর্বক মধ্যপ্রাচ্যসহ (সৌদিআরব, কুয়েত, কাতার, দুবাই) চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানী চলমান রয়েছে। সুদূর অতীত হতেই বিএফডিসি এদেশে রপ্তানীযোগ্য মাছ প্রক্রিয়াকরণের পথিকৃত হিসেবে কাজ শুরু করে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রক্রিয়াকৃত মাছ রপ্তানীতে সহায়তা করে আসছে। এতে বর্তমানে বেসরকারী পর্যায়েও অসংখ্য মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা তৈরী হয়েছে। ফলে দেশের মৎস্য রপ্তানী পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্পোরেশন কর্তৃক এ সকল প্রতিষ্ঠানের মৎস্য রপ্তানী বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কর্পোরেশনেরসহযোগিতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের মৎস্য রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>প্রবাসে বাংলাদেশীদের বিরাট বাজার রয়েছে যেখানে প্রবাসী বাঙালিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকায় রাখে। ফলে বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রফতানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।</td><td>দেশের হাওর, উপকূল এবং সমুদ্র হতে আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য কর্পোরেশনের কয়েকটি ইউনিটের কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত ইউনিটসমূহে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানীতে সহায়তা করছে। এছাড়া কর্পোরেশন কর্তৃক কাপ্তাই লেকে উৎপাদিত কেচকি, গুলসা, পাবদা, কাজুরি, বাচা, আইর প্রভৃতি মাছ বেসরকারি উদ্যোক্তার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রফতানি করা হয় সেগুলোকে Value Added করার জন্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। Value Added করে মাছ ও মাংস রফতানি করা হলে বেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। ২০০৮-২০১১ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সেখানকার মানুষ চিংড়ি খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সময়িক হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে চিংড়ি রফতানির বাজার সচল হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান দেশসমূহে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী বাজারে ভ্যালু এ্যাডেড করে চিংড়ি রফতানি করতে পারলে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে।</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী Value Added মৎস্য পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানী করার নিমিত্ত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক দেশের বিভিন্ন বেসরকারি রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর আয়োজনকরত: উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে অত্র কর্পোরেশন দেশের প্রায় নিম্নোক্ত ২০টি প্রতিষ্ঠানকে Value Added মৎস্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করেছে।
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>প্রতিষ্ঠানের নাম</th><th>ক্রঃ নং</th><th>প্রতিষ্ঠানের নাম</th></tr>
<tr><td>১)</td><td>এসাপ হ্যালদি ফুডস</td><td>১১)</td><td>বিডি সি ফুড লিঃ</td></tr>
<tr><td>২)</td><td>এশিয়ান সি ফুডস লিঃ</td><td>১২)</td><td>সেফ এন্ড ফ্রেশ ফুডস লিঃ</td></tr>
<tr><td>৩)</td><td>ভার্গো ফিশ এন্ড এগ্রো প্রসেস লিঃ</td><td>১৩)</td><td>জেমিনি সি ফুডস লিঃ</td></tr>
<tr><td>৪)</td><td>বাংলাদেশ আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স (প্রাঃ) লিঃ</td><td>১৪)</td><td>কুলিয়ার চর সি ফুড লিঃ</td></tr>
<tr><td>৫)</td><td>মাসুদ ফিশ প্রসেসিং লিঃ</td><td>১৫)</td><td>এপেক্স ফুডস লিঃ</td></tr>
<tr><td>৬)</td><td>নি হাও ফিশ প্রসেসিং</td><td>১৬)</td><td>আর্ক সি ফুডস লিঃ</td></tr>
<tr><td>৭)</td><td>লকপুর গ্রুপ লিঃ</td><td>১৭)</td><td>স্টার সি ফুড লিঃ</td></tr>
<tr><td>৮)</td><td>মেসার্স এম এম এন্টারপ্রাইজ</td><td>১৮)</td><td>সেন্ট মার্টিন সি ফুডস লিঃ</td></tr>
<tr><td>৯)</td><td>সেভেস ওশান ফিশ প্রসেসিং লিঃ</td><td>১৯)</td><td>মেঘনা সি ফুডস লিঃ</td></tr>
<tr><td>১০)</td><td>গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন</td><td>২০)</td><td>মিনহার সি ফুডস লিঃ</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন প্রকার Value Added মৎস্য পণ্য উৎপাদন করত: বিদেশে রপ্তানী করছে। যাদের উল্লেখযোগ্য পণ্যসমূহ নিম্নরূপ:<br> <br>**কর্পোরেশনেরসহযোগিতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত Value Added মৎস্য পণ্য প্রদর্শনী (স্থান: কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়)**<br> <br><br>**বিভিন্ন ধরণের Value Added মৎস্য পণ্য**<br> <br>**বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলিশের স্যুপ ও নুডুলস** |
| ১৩ | কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুকের চাহিদা বিশ্ব বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা প্রচুর। সুতরাং এগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রফতানি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। | বিশ্বজুড়ে কাঁকড়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববাজারের এ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশে কাঁকড়ার চাষ করা হচ্ছে। কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বেসরকারি রপ্তানিকারকদের কাঁকড়া প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। উক্ত কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হচ্ছে এবং কর্পোরেশন কাঁকড়া রপ্তানীতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে। কক্সবাজারে চাষ করা কাঁকড়া ভিয়েতনাম, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। |
| ১৬ | খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে মাছ মাংস ও ফলমূলে ফরমালিন মিশ্রণ একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মনিটরিং এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। | কর্পোরেশন কর্তৃক ঢাকা শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মাছেরসহজ প্রাপ্যতার নিমিত্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬০ মে: টন ফরমালিনমুক্ত মাছ ভ্রাম্যমান ফিসভ্যানের মাধ্যমে বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের পারিবারিক কাজের সুবিধার্থে কুটা মাছ (Dressed Fish) বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অচিরেই ৩টি ফ্রিজারভ্যান ক্রয় করা হচ্ছে। |

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

- চাঁদপুর জেলার বড় স্টেশন মাছ ঘাট, ভোলার চরফ্যাশন, বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ, বরগুনার তালতলী, সুনামগঞ্জের দিরাই, হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় মোট ৭ (সাত)টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং তৎসংলগ্ন ফ্রিজিং ও স্টোরিং সুবিধাসহ হিমাগার নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায় একটি আধুনিক শুটকি মহাল স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ;
- দেশের পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, উপকূল, সমুদ্র এলাকা ভেদে মাছের প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে ৬৪ জেলার সুবিধাজনক স্থানে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র/মৎস্য বাজার ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ জোন স্থাপন করা;
- মাছের পোস্ট হারভেস্ট ক্ষতি রোধকল্পে ও গুণগত মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে যাত্রাবাড়ীস্থ 'ঢাকা মহানগর মৎস্য বিপণন সুবিধাদি কেন্দ্র' এর মাধ্যমে রেডি টু কুক ফিস প্রস্তুত, প্যাকেটজাতকরণ ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কর্মব্যস্ত জনসাধারণের নিকট সুলভ মূল্যে বিপণন;
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন হালনাগাদকরণ।

**চ্যালেঞ্জসমূহ:**

- সরকার নির্ধারিত কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহ ব্যতীত অন্যত্র/অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৎস্য অবতরণ রোধ করণ;
- ট্রলার মালিক ও জেলেদের মৎস্য সংরক্ষণ, বিপণন ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব;
- বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন;
- কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেনশন সুবিধা চালু করণ।

**উপসংহারঃ** সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কর্পোরেশনে অর্পিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানী কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ অবস্থায় ১৯৭৩ সনের ২২ নং আইনে কর্পোরেশন'কে দেয়া কার্যক্রমের সার্বিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এছাড়া দেশের মৎস্য খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রভৃতি কর্পোরেশনের ন্যায় এ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সরকারি আর্থিক সহায়তা বা থোক বরাদ্দ প্রদান করা হলে মৎস্য খাতে কর্পোরেশনের সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

## ‘যদি সুস্থ থাকতে চান, ফরমালিনমুক্ত মাছ খান’

## ‘স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্রে মাছ নামান’

প্রকাশনায়:

**প্রশাসন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।**

www.bfdc.gov.bd